(প্রেস বিজ্ঞপ্তি - ১)

টাস্কফোর্স কমিটির সভায় মেয়র

জলাবদ্ধতা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাওয়া গেলে প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছার প্রতিফলন হবে

চট্টগ্রাম- ৩০ মে'২০২১

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে খালগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, দখল হওয়া খালের পুনঃরুদ্ধার, খাল খনন কাজ দ্রুত শুরু করা চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চলমান মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে দেয়া বাঁধ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কেটে দিতে হবে। না হলে কিছু দিনের মধ্যে শুরু হতে যাওয়া বর্ষাতে নগরী জলাবদ্ধতায় ডুবে যাবে। যার নমুনা ঈদের দিনে একঘন্টা বৃষ্টিতে টের পাওয়া গেছে। তিনি আজ রোবাবার সকালে নগরীর টাইগার পাসস্থ চসিকের অস্থায়ী কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রাকৃতিক খালসমূহ অবৈধ দখলদারগণকে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা ও মনিটরিং-এর জন্য গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির ২য় সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জিল্লুর রহমান বলেন, চট্টগ্রাম নগরীর প্রাণ কর্ণফুলী নদীতে প্রতিদিন ২২ হাজার টন মানববর্জ্য পড়ছে। ফলে এই নদীর দূষণ ঠেকানো যাবে কিনা বা আদৌ কর্ণফুলীকে বাঁচানো যাবে কিনা ভাবা উচিত। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কতৃক নির্মিত আগ্রাবাদ বক্স কালভার্টের কারণে বন্দরের ১নং জেটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানান এবং তিনি কর্ণফুলী নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজার দিয়ে খনন সম্ভব হচ্ছে না জানিয়ে বলেন, বর্তমানে দুই থেকে আড়াই মিটার স্তরে পলিথিনের কারণে ড্রেজিং করা যাচ্ছে না। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে প্রধান প্রকৌশলী কাজী হাসান বিন শামস বলেন,চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসন ঢাকার চেয়েও কঠিন, চউক ৫৭টি খালের মধ্যে ৩৬টিতে কাজ করছে। বাকি খালগুলোতে কাজ করা উচিত। এ জন্য চসিক আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে। ৪১টি সুইস গেইটের মধ্যে চউক ১৭ টি ও ২৩ টিতে পানি উন্নয়ন বোড কাজ করছে। এ প্রকল্পগুলো শেষ হলে চসিকের কাছে তা হস্তান্তর করা হবে, এ সুইস গেইট পরিচালনার জন্য জনবল দরকার এবং এ জনবলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি জানান মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে যে বাঁধ দেয়া হয়েছে সে বাঁধ মে মাসের মধ্যে অপসারণের জন্য অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু তারা আরো কিছুদিন সময় চেয়েছেন। তিনি খালের দু'পাশে প্রশস্থ রাস্তা করার জন্য চসিককে অনুরোধ জানান। সি.এম.পি'র উপ পুলিশ কমিশনার এস. এম মোস্তাইন হোসেন বলেন, মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল সংস্থার সম্বনয় সাধন জরুরী। সেক্ষেত্রে চসিক মেয়রকে অভিভাবকের দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি অবৈধ উচ্ছেদের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা দেবেন বলে জানান। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক মো. নুরুল্লাহ নুরী বলেন, পাহাড় কাটা প্রতিরোধে ২০১০ সালে আইন প্রনয়নের পর পরিবেশ অধিদপ্তর দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি নির্মিতব্য সুইস গেইট দিয়ে দ্রুত পানি নিষ্কাষণ হবে না বলে আশংকার কথা জানান। প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দীন বলেন, জলাবদ্ধতা প্রকল্পে চসিকের সাথে সম্বনয় করা হয় না। খাল থেকে যে মাটি উত্তোলন করা হচ্ছে তা অপসারণের জন্য চউককে দায়িত্ব নিতে হবে। কাউন্সিলর মো. মোরশেদ বলেন, মাস্টারপ্ল্যান অনুসরণ করা হয়নি বলে খালের উপর ভবন তৈরী হয়েছে। কর্ণফুলী ড্রেজিং না করলে মেগা প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাবে না। কাউন্সিলর শহীদুল আলম বলেন, বাকলিয়া নিম্নাঞ্চল বলে নগরীর সমস্ত পানি চাক্তাই খাল, মির্জা খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়। সেক্ষেত্রে খাল খনন ছাড়া পানি প্রবাহ সঠিকভাবে হতে পারবে না।

কমিটির সদস্য সচিব ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনায় প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দীন, কাউন্সিলর এম. আশরাফুল আলম, মো. মোরশেদ আলম, মোহাম্মদ শহীদুল আলম, হাজী নুরুল হক, মো. আব্দুল মান্নান, চসিক সচিব খালেদ মাহামুদ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম, চউকের প্রধান প্রকৌশলী কাজী হাসান বিন শামস, চবকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জিল্লুর রহমান, সি.এম.পির উপ পুলিশ কমিশনার এস.এম মোস্তাইন হোসেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক মো. নুরুল্লাহ নুরী, জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি মামুনুল আহমেদ অনিক, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী অয়ন কুমার ত্রিপুরা, ফায়ার সার্ভিসের উপ পরিচালক নিউটন দাশ বক্তব্য রাখেন। প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম প্রজেক্টশনের মাধ্যেমে কিছু প্রস্তাবণা উপস্থাপন করেন।

মেয়র বলেন, নগরবাসীকে জলাবদ্ধতা থেকে পুরোপুরি মুক্তি দিতে এত বড় মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। যদি প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রীর একটি সদিচ্ছার অপমৃত্যু হবে এবং টাকারও অপচয় হবে। তাই এই টাস্কফোর্স কমিটি এখন থেকে অন্তত ২মাস পর সভায় মিলিত হতে হবে এবং নিয়মিত মনিটরিং করার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। তিনি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড কতৃক যেসব সুইস গেইট নির্মাণ করা হচ্ছে তা সম্পন্ন হয়ে গেলে পরিচালনার দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডকে দেয়া হলে তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তা পরিচালনা সম্ভব হবে বলে জানান। তিনি এই টাস্কফোর্স কমিটিতে চট্টগ্রাম ওয়াসাকে সংযুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি - ২)

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত

দেওয়ান বাজার এলকায় বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ প্রায় সাড়ে ৯ লাখ টাকা আদায়

চট্টগ্রাম-৩০ মে'২০২১খ্রিঃ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ রোববার নগরীর দেওয়ান বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব সার্কেল-৩ এর আওতাধীন দেওয়ান বাজার এলাকায় আদালত পরিচালনাকালে ম্যাজিস্ট্রেটগণ ০২ টি হোল্ডিংয়ের দীর্ঘদিনের বকেয়া বাবদ ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭ শত ২২টাকা আদায় করেন। একই অভিযানে দিদার মার্কেট এলাকায় বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ২১হাজার ৭শত ৮০টাকা আদায় করা হয়। কর্পোরেশনের বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়কল্পে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। আদালত পরিচালনা করেন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী এবং স্পেসাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌস। অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা করেন সিটি কর্পোরেশনের সংশিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি - ৩)

মেয়রের উদ্যোগে নগরীর পাঁচ স্পটে করোনা বুথ স্থাপন

চট্টগ্রাম-৩০ মে ২০২১

নগরীর বহদ্দার হাট পুলিশ বক্স, চিটাগাং শপিং কমপ্লেক্স, চকবাজার চক সুপার মার্কেট, সার্কিট হাউজের সামনে ও সিটি কর্পোরেশন শাহ আমানত সুপার মার্কেটসহ নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে এ করোনা বুথ স্থাপন করা হয়েছে। এসব বুথে হ্যান্ড মাস্ক, সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার রয়েছে। বহদ্দারহাট পুলিশ বক্সের সামনে থেকে আজ (৩০ মে) সকালে করোনা বুথ স্থাপনের এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা মোস্তাফিজুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর নিলু নাগ, মেয়রের বক্তিগত সহকারী মো.মোস্তাফা কামাল চৌধুরী দুলাল ও সহকারী ইসপেক্টর অধির চৌধুরী, কামাল উদ্দিন, সাবেক মহানগর ছাত্রলীগনেতা শিবু প্রসাদ চৌধুরী, রতন ঘোষ, মোরশেদ আলম, হোসাইন আহমেদ রুবেল, মো. জাহেদ, মামুনুর রশীদ, গোবিন্দ দত্ত, মো. রতন চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

করোনা বুথ স্থাপনকালে চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরীর উদ্যোগে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে করোনা বুথ স্থাপন করা হচ্ছে। সাধারণত পথ চলতি মানুষ অসাবধনতা বশত মাস্ক পরিধান ছাড়াই বিভিন্ন কাজে ঘর থেকে বের হন। এতে নিজে আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। আবার সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির কাছে মাস্ক পরিধান ও নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বিষয়টা বাড়তি ব্যয়। যে কারণে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও জীবন জীবিকা রক্ষায় ফ্রিতে মাস্ক, সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রাপ্তি নিশ্চিতে প্রতি ওয়ার্ডে এই করোনা বুথ স্থাপন করা হচ্ছে। আশকরি নগরবাসী নিজেরা সচেতন হয়ে মাস্ক পরিধান করে প্রয়োজনীয় কাজে ঘর থেকে বের হবেন। তবে প্রয়োজন ছাড়া অহেতুক ঘুরাঘুরি না করলে স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্ভাবনা কম।

সংবাদদাতা
স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩